আজকাল

আজকাল কলকাতা মঙ্গলবার ২৮ জুলাই ২০১৫

মে

যাদবপুরে র‍্যাগিংবিরোধী প্রচার নবাগতদের সৌহার্দ্যের রাখি

আজকালের প্রতিবেদন: রাখি পরিয়ে নতুনকে পুরোনোর বার্তা—নিগ্রহ নয়, বন্ধন। র‍্যাগিংয়ের মতো অসুখকে রুখতে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের এ বছরের অস্ত্র 'রাখি'। সোমবার এই রাখি পরিয়েই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম পা-রাখা পড়ুয়াদের বরণ করে নিল উঁচু ক্লাসের দাদা-দিদিরা। পড়ুয়ারাও একে অপরের হাতে রাখি পরিয়ে দিলেন। বাদ গেলেন না উপাচার্য সুরঞ্জন দাসও। তাঁর হাতেও বেঁধে দেওয়া হল রাখি। এদিন ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখায় ভর্তি হওয়া পড়ুয়াদের প্রথম দিন। গান্ধীভবনে 'ওরিয়েন্টেশন' অনুষ্ঠানও হয়। সেখানে হাতে হাতে বেঁধে দেওয়া হয় রাখি। রাখি শুধু ভাইবোনের বিষয় নয়। তা সৌহার্দ্য ও ভ্রাতৃত্বেরও প্রতীক। রাখি পরানোর মধ্যে দিয়ে প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদের সঙ্গে উঁচু ক্লাসের পড়ুয়াদের সম্পর্কটা যাতে সৌহার্দ্যের হয়, র‍্যাগিং নামক নিগ্রহ না হয়, তার জন্যই এই পদক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের। শুধু বিজ্ঞান নয়, কলা ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখার প্রথম বর্ষের পড়ুয়াদেরও রাখি পরিয়ে একইভাবে অভ্যর্থনা জানানোর পরিকল্পনা রয়েছে। এর আগে অনেকবারই র‍্যাগিংয়ের ঘটনায় উত্তাল হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। ভবিষ্যতে র‍্যাগিংয়ের ঘটনা যাতে একেবারেই না ঘটে, পড়ুয়াদের মধ্যে এ নিয়ে আরও সচেতনতা বাড়াতেই এবছর রাখিকে বেছে নেওয়া হয়েছে। উদ্যোগ কর্তৃপক্ষের হলেও গোটা ভাবনাটি যাঁর মস্তিষ্কপ্রসূত, তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তনী এবং তথ্যচিত্রনির্মাতা পরাগ সরকার। বন্ধন নামে রাখিকে কেন্দ্র করে হাতের ১৩টি মুদ্রার হোর্ডিং ক্যাম্পাস জুড়ে লাগানো হয়েছে। রাখিকে বেছে নেওয়ার কারণ হিসেবে পরাগের ব্যাখ্যা, র‍্যাগিং শব্দটা যাতে কোনওদিন শুনতে না হয়, সেই বার্তাটাই নতুন এবং পুরোনোদের মনের মধ্যে গেঁথে দিতে চেয়েছি। রাখির আরেকটা অর্থ রক্ষা। অর্থাৎ রাখি পরিয়ে নতুন পড়ুয়াদের সিনিয়য়রা এটাই বলতে চেয়েছে যে, র‍্যাগিংয়ের নামে নিগ্রহ নয়, তোমাদের রক্ষা করার দায়িত্ব আমাদের। পরাগ ২০০৭ থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংবিরোধী প্রচারের দায়িত্বে। এবারের মতো এত বিপুল সাড়া আগে পাননি বলে জানালেন। বিশ্ববিদ্যালয়ে আসা নতুন পড়ুয়ারাও অভিভূত। প্রথমদিন এভাবে বিশ্ববিদ্যালয় তাদের আপন করে নেবে সেটা তারাও ভাবেনি। শুধু রাখি পরিয়ে নয়, তাদের হাতে দেওয়া হয় চকোলেটও।

উপাচার্য সুরঞ্জন দাসের হাতে রাখি পরানো হচ্ছে। পাশে দাঁড়িয়ে রেজিস্ট্রার প্রদীপ ঘোষ। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিং-বিরোধী প্রচারে, সোমবার। ছবি: বিজয় সেনগুপ্ত